মহিলাদের স্রাব ও প্রসূতি অবস্থার বিধিবিধান সংক্রান্ত ৬০টি প্রশ্ন

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নামায ও রোযার ক্ষেত্রে ঋতুস্রাবের বিধিবিধান

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন রহ.

প্রশ্ন ২৯: গত বছর গর্ভধারণের তৃতীয় মাসে আমার গর্ভপাত ঘটে এবং পবিত্র হওয়ার আগে আমি নামায আদায় করিনি। তখন আমাকে বলা হয়েছিল, তোমার নামায পড়া উচিৎ ছিল। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি? উল্লেখ্য যে, নির্দিষ্টভাবে সেই দিনগুলোর সংখ্যা আমার জানা নেই।

উত্তরঃ আলেমগণের নিকট প্রসিদ্ধ কথা হলো, তিন মাসে কোন মহিলার গর্ভপাত ঘটলে সে নামায পড়বে না। কেননা কোন মহিলার যখন গর্ভপাত হয়, তখন গর্ভস্থ সন্তানের যদি আকৃতি প্রকাশ পায়, তাহলে উক্ত মহিলার ঐ রক্ত প্রসূতি অবস্থার রক্ত হিসাবে পরিগণিত হবে। ফলে সে নামায আদায় করবে না।

বিদ্বানগণ বলেন, ৮১ দিন পূর্ণ হলে গর্ভস্থ বাচ্চার আকৃতি প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। আর এটা তিন মাসেরও কম সময়। সুতরাং উক্ত মহিলা যদি নিশ্চিত হয় যে, তিন মাসেই তার গর্ভপাত ঘটেছে, তাহলে তার রক্ত প্রসূতি অবস্থার রক্ত* হিসাবে পরিগণিত হবে। কিন্তু যদি ৮০ দিনের আগে গর্ভপাত ঘটে, তাহলে তার ঐ রক্ত কু-রক্ত হিসাবে পরিগণিত হবে। ফলে সে নামায পরিত্যাগ করবে না। এক্ষণে উক্ত প্রশ্নকারিণীকে মনে মনে [নামাযের ওয়াক্তের সংখ্যা] স্মরণ করার চেষ্টা করতে হবে। যদি ৮০ দিনের আগে গর্ভপাত ঘটে, তাহলে সে [ছুটে যাওয়া] নামাযের ক্বাযা আদায় করবে। আর কত ওয়াক্ত নামায ছুটে গেছে তা যদি সে স্মরণ করতে না পারে, তাহলে একটা অনুমানের আপ্রাণ চেষ্টা করবে এবং সেই অনুমানের ভিত্তিতে সে ক্বাযা আদায় করবে।

ফুটনোট

* বইটার ছুরাইয়া প্রকাশনীর ছাপায় একটু ভুল রয়েছে। প্রথমতঃ তিন মাসে গর্ভপাত ঘটলে মহিলার যে রক্ত আসে, তাকে “প্রসূতি অবস্থার রক্ত” না বলে “কু-রক্ত” বলা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ "৮০দিনের আগে যদি গর্ভপাত ঘটে, তাহলে উক্ত মহিলার রক্ত কু-রক্ত হিসাবে পরিগণিত হবে” বাক্যটা সম্পূর্ণ বাদ পড়েছে। আমরা মাননীয় লেখকের “ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম (পৃষ্ঠাঃ ২৬১-২৬২, প্রশ্ন নং-১৮২)” বই থেকে ভুল সংশোধন করেছি। কারণ সংশোধন না করলে সঠিক অর্থ প্রকাশ পায় না।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6017

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন